প্রেস আপীল বোর্ড

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম, চেয়ারম্যান, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

৩। মো. কাওসার আহাম্মদ, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

আপীল মামলা নং ০৭/২০২২

যে বিষয়ে

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩, ১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন এর ১২(৪) ধারামতে আপীল

এবং

যে বিষয়ে

খাতুনে জান্নাত, স্বামী: মো: ইয়াসিন চৌধুরী, প্রকাশক দৈনিক সত্যবাণী, বাড়ি নং -০৩, রোড-০১, ১০২৫/১০, হিলভিউ হাউজিং সোসাইটি, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

আপীলকারী

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

রেসপনডেন্ট

রায়ের তারিখ: ২৫/০১/২০২৩

রা য়

ইহা আপীলকারী খাতুনে জান্নাত কর্তৃক ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩, ১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন এর ২(ক) ধারা মতে প্রেস আপীল বোর্ডের কাছে দাখিলকৃত একটি আপীল মোকদ্দমা। আপীলকারীর বক্তব্য হলো তিনি একজন সৎ, শান্তিপ্রিয়, এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন বাংলাদেশী নাগরিক। তিনি গত ২৫/০৩/২০১৪ তারিখে দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩, ১৯৭৩ এর ১৬ ধারার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে জনাব আতিকুর রহমান, পিতা মো: সুলতান আহমেদ, গ্রাম, বড়ভেওলা, পোস্ট: শাহারবিল, থানা: চকোরিয়া, জেলা: কক্সবাজার এর নিকট ঘোষণাপত্র দাখিলের মাধ্যমে দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকা (নিবন্ধন-২৫০) তারিখ ২৭/০৫/২০১৪ এর স্বত্ববান হন। অত:পর আপীলকারী দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৭ ধারার বিধান মোতাবেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম এর নিকট ঘোষণাপত্র দাখিল করেন। তৎপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম এর

পক্ষে সহকারী কমিশনার তামিম আল ইয়ামীন স্বাক্ষরিত পত্রের (স্মারক নম্বর: ০০.২০.১৫০০.০৫২.১৭.১৮৩.১৪.১১১৪ তারিখ ০৭/০৭/২০১৪ মাধ্যমে দরখাস্ত করে আপীলকারীকে উল্লেখিত দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ১২ ধারায় সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড থেকে ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেন। অত:পর আপীলকারী দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকার প্রকাশনা সংক্রান্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেন যাহার নম্বর ১৫৭৬৬২, ১০/০৬/২০১৪ এবং স্থানীয় সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন ট্যাক্স, ভ্যাট কর প্রদান সাপেক্ষে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত নবায়ন রহিয়াছে। অতৎপর আপীলকারী কর্তৃক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা নিরীক্ষণ প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ঢাকা বরাবরে দাখিল সাপেক্ষে সংবাদপত্র প্রচার সংখ্যা নিরীক্ষা প্রত্যয়ণপত্র সংরক্ষণে আসিতেছিলেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে জুলাই/২০২০ হইতে জুন ২০২১ পর্যন্ত বাৎসরিক নিরীক্ষণ প্রতিবেদন জমা দেওয়া ।সম্ভব হয় নাই। তবে উপযুক্ত কতৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত দ্বিবার্ষিক নিরীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলের প্রস্তুতি গ্রহণ চলিতেছে। উল্লেখ্য দ্বিবার্ষিক নিরীক্ষণ প্রতিবেদন ইতোপূর্বে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে গৃহীত হইয়াছে। অবশেষে দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ২০ ধারার বিধান মোতাবেক আপীলকারীকে কেনো কারণ দর্শানোর লিখিত সুযোগ না দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ ০৫.৪২.১৫০০.৫০২.১৭.১৮৮.২২-১০৩৬ তারিখ ১৪/০৬/২০২২ দ্বারা আপীল পক্ষের পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করেন। যা আইনের পরিপন্থী ও বিধি বর্হিভূত বটে। এই আদেশটির বিরুদ্ধে অত্র আপীল মামলা দয়ের করা হয়েছে।

এই আপীলে আপীলকারী নিবেদন করেন যে রেসপনডেন্ট এর তর্কিত আদেশ অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এই আপীল কারীর বিপক্ষে অভিযোগ হলো "দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩, ১৯৭৩ এর ৯(৩)ক ধারা লঙ্ঘিত হওয়ায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।" কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, আপীলকারীর সম্পাদনায় ১৪ জুন ২০২২ পর্যন্ত দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্টেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ২০(১) ধারার বিধান মোতাবেক আপীলকারী কে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে গত ১৪/০৬/২০২২ তারিখের তর্কিত আদেশ প্রদান বেআইনি তাই বাতিলযোগ্য। ১৪/০৬/২০২২ তারিখের পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ আপীলকারী যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে অত্র আপীল টি দায়ের করা হয়।

অত্র আপীলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জবাব দাখিলের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেখানে তিনি বলেন যে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন ১৯৭৩ এর ২৬ ও ৯(৩)ক ধারা লঙ্ঘিত হওয়ায় দৈনিক সত্যবাণী প্রত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। উক্ত নির্দেশের আলোকে উক্ত আইন ও ধারা লঙ্ঘিত হওয়ায় ১৪/০৬/২০২২ তারিখের ১৩৬ নং স্মারকমুলে দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকার ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরণ বাতিল করা হয়েছে। কাজেই আপীলটি গ্রহণযোগ্য নহে। এখানে কোনো আইন ভঙ্গ হয়নি।

উভয় পক্ষকে শুনিলাম, এবং সংশ্লিষ্ঠ আইনসমূহ পর্যালোচনা করিলাম। উল্লেখিত আইনের ২৬ ধারায় সরকারের নিকট সংবাদপত্রের কপি বিনামুল্যে সরবরাহ এই হেডিংয়ে বলা হয়েছে যে,

প্রত্যেক সংবাদপত্রের মুদ্রাকরকে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত স্থানে এবং কর্মকর্তার নিকট সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনামুল্যে উহার চার কপি সরবরাহ করিতে হইবে।

৯(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র প্রকাশ না করিবার ফলাফল- যে ক্ষেত্রে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিলো সেক্ষেত্রে উহা প্রকাশিত না হইলে -(ক) দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, তিন মাস; এবং (খ) অন্য যেকোন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ছয় মাস যাবত প্রকাশিত না হইলে, উক্ত সংবাদপত্র বিষয়ে প্রদত্ত ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে, এবং উক্ত সংবাদপত্র পরবর্তীতে মুদ্রণ বা প্রকাশ করিবার পূর্বে মুদ্রাকরকে এবং প্রকাশককে ধারা ৭ এর অধীন নূতন করিয়া স্বাক্ষর এবং ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ প্রতিটি ঘোষণার ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধানাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া, পূর্ববর্তী দুইটি উপ-ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

এবং ২০(১)ঘ ধারায় বলা হয়েছে যে স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশক সংবাদপত্রটির নিয়মিত প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হারাইয়াছেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, তিনি উক্ত আদেশের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখপূর্বক, ঘোষণাপত্রের প্রমাণীকরণ বাতিল করিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, ঘোষণা প্রদাণকারী ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতিরেকে, এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্যপারটিতে আদেশটি দেওয়ার সময় আপীলকারীকে কোনো কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়নি। যদিও ২০(গ) ধারায় উল্লেখ করা আছে যে, কেনো ঘোষণাপত্রের প্রমাণীকরণ বাতিল করতে হইলে উক্ত আদেশের কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ব্যতিরেকে এইরুপ কোনো অদেশ প্রদান করা যাইবে না।

আপীলপক্ষ তাদের বক্তব্যে তাদেরকে কেনো কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়নি একথা উল্লেখ করেছেন। তারা এও বলেছেন যে, তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি, ফলে তারা ন্যয়বিচার বঞ্চিত হয়েছেন এবং আদেশটি ২০(১)ঘ ধারা অনুযায়ী বাতিলযোগ্য।

রেসপনডেন্ট পক্ষ এই বক্তব্যটি অস্বীকার করেননি এবং জবাবে কিছুই বলেননি। ফলে নি:সন্দেহে একথা ধরে নেয়া যায় যে, কথিত কার্যটি গ্রহণ করিবার পূর্বে আপীলকারী পক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাটি আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয়।

তদুপরি আপীলকারীপক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত করোনা পরিস্থিতির কারণে দাখিলকরা সম্ভব হয় নাই। তবে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে জুন ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, ইতোমধ্যে তর্কিত আদেশটি জারী হয়। এখানে আপীলপক্ষ কর্তৃক দাখিলি স্মারক নং এবিসি-প-৩/১১৭/৮২/৯৬৮৫ তারিখ ১৯/১২/২০১৮ এ দেখা যায় যে পত্রিকাটির জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২ বৎসর সময়ের প্রচার সংখ্যা নিরীক্ষণ করা হইয়াছে এবং উহা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

গ্রহণ করেছেন। ফলে একথা অনস্বীকার্য যে, ২ বছরের নিরীক্ষণ এক সঙ্গে গ্রহণ করায় বর্তমান আপীলসকারী সেই সুযোগটি আবারো পেতে পারেন যদিও তাদের তা দেওয়া হয়নি। ফলে একথা পরিস্কার যে, বর্তমান আপীলকারীকে সেই সুযোগ না দিয়ে যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে তা আইনের চোখে অগ্রহনীয়।

সবকিছু বিবেচনা করে আমরা সবাই একমত যে আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে সেই আদেশটি আইনসম্মত নহে ফলে আপীলটি গ্রহণ করা হলো। আদেশ হল যে স্মারক নং ০৫.৪২.১৫০০.৫০২.১৭.১৮৮.২২ তারিখ ১৪ জুন ২০২১ মূলে আপীলকারী খাতুনে জান্নাত প্রকাশিত দৈনিক সত্যবাণী পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরণ বাতিলের আদেশটি বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
মো. কাওসার আহাম্মদ
যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার
মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড